শাস্ত্র

ব্রহ্মসূত্রশাঙ্করভাষ্যম্

স্বামী জুষ্টানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

ভাষ্যম্ ঃ যদপি কেচিদাহুঃ—প্রবৃত্তিনিবৃত্তিবিধিতচ্ছেষ-ব্যতিরেকেণ কেবলবস্তুবাদী বেদভাগো নাস্তীতি তন্ন, ঔপনিষদস্য পুরুষস্যানন্যশেষত্বাৎ। যোঽসাবুপনিষৎস্বেবাধিগতঃ পুরুষোঽ-সংসারী ব্রহ্মস্বরূপঃ উৎপাদ্যাদিচতুর্বিধদ্রব্যবিলক্ষণঃ স্বপ্রকরণস্থোঽনন্যশেষঃ, নাসৌ নাস্তীতি নাধিগম্যত ইতি বা শক্যং বদিতুম্, “স এষ নেতি নেত্যাত্মা” (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ৩।৯।২৬) ইত্যাত্মশব্দাৎ আত্মনশ্চ প্রত্যাখ্যাতুমশক্যত্বাৎ, য এব নিরাকর্তা তস্যৈবাত্মত্বাৎ।

ভাষ্যানুবাদ ঃ আর [অভিহিতান্বয়বাদী মীমাংসকগণের] কেহ কেহ এই যে বলেন—প্রবৃত্তিনিবৃত্তিবোধক বিধি ও তাহাদের অঙ্গ বিনা অদ্বয় আত্মা প্রতিপাদক বেদভাগ নাই—তাহা নহে, কারণ উপনিষদ্‌বেদ্য আত্মা কাহারো অঙ্গ হন না। আর ঐ যে উপনিষদ্‌সমূহেই জ্ঞাত অসংসারী ব্রহ্মস্বরূপ প্রত্যগাত্মা, উৎপাদ্য প্রভৃতি চারিপ্রকার দ্রব্য হইতে ভিন্ন, নিজপ্রকরণস্থ যিনি কাহারো অঙ্গ নহেন, তিনি নাই এইরূপ অথবা অধিগত হন না এইরূপ বলিতে পারা যায় না, যেহেতু “[যাঁহাকে] নেতি নেতি বলা হইয়াছে তিনিই এই প্রত্যগাত্মা”—এইরূপ আত্মশব্দ রহিয়াছে এবং যেহেতু আত্মাকে প্রত্যাখ্যানও করা যায় না, কারণ [আত্মার] নিরাকরণকারী যিনি তাহারই মূল সত্তা হইতেছে আত্মা।

তাৎপর্য ঃ আর সমগ্র বেদই ক্রিয়ার্থক। অর্থাৎ বিধি-নিষেধাত্মক কর্ম ও তাহার অঙ্গ বিনা বেদে আত্মা বা ব্রহ্মপ্রতিপাদক বেদান্তবাক্যাদি উপদিষ্ট হয় নাই ইত্যাদি প্রাচীনপন্থী মীমাংসকগণ কর্তৃক যাহা বলা হইয়াছে তাহা যথার্থ নহে। কারণ, শ্রুতিতে আত্মার উল্লেখ আছে। আর কর্মের অঙ্গ তো উৎপাদ্য, আপ্য, বিকার্য ও সংস্কার্য—এই চারিপ্রকারই হয়। কিন্তু অসঙ্গ, নিরবয়ব সর্বব্যাপী আত্মা এই চারিপ্রকার অবস্থা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সুতরাং তাহা অঙ্গ বা সহকারিরূপে কর্মের সহিত সম্পর্কিত হইতেই পারে না। অধিকন্তু যে জন আত্মাকে প্রত্যাখ্যান করিতে উদ্যত হইবে আত্মা তাহারই মূল সত্তা বলিয়া আত্মাকে সে অস্বীকার করিতে পারিবেই না। কারণ, আত্মা সর্ব অবভাসক বলিয়া ‘আত্মা নাই’—এই তত্ত্বেরও প্রকাশক।

ভাষ্যম্ ঃ নন্বাত্মা অহংপ্রত্যয়বিষয়ত্বাদুপনিষৎস্বেব বিজ্ঞায়ত ইত্যনুপপন্নম্। ন, তৎসাক্ষিত্বেন প্রত্যুক্তত্বাৎ। ন হ্যহংপ্রত্যয়-বিষয়কর্তৃব্যতিরেকেণ তৎসাক্ষী সর্বভূতস্থঃ সম একঃ কূটস্থনিত্যঃ পুরুষো বিধিকাণ্ডে তর্কসময়ে বা কেনচিদধিগতঃ। সর্বস্যাত্মা অতঃ স ন কেনচিৎপ্রত্যাখ্যাতুং শক্যঃ, বিধিশেষত্বং বা নেতুম্ আত্মত্বাদেব চ সর্বেষাম্ ন হেয়ো নাপ্যুপাদেয়ঃ। সর্বং হি বিনশ্যদ্বিকারজাতং পুরুষান্তং বিনশ্যতি। পুরুষো হি বিনাশহেত্বভাবাদবিনাশী, বিক্রিয়াহেত্বভাবাচ্চ, কূটস্থনিত্যঃ, অত এব নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবঃ। তস্মাৎ “পুরুষান্ন পরং কিংচিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ” (কঠ উপনিষদ্, ১।৩।১১) “তং ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি” (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ৩।৯।২৬) ইতি চৌপনিষদত্ববিশেষণং পুরুষস্যোপনিষৎসু প্রাধান্যেন প্রকাশ্যমানত্বে উপপদ্যতে। অতো ভূতবস্তুপরো বেদভাগো নাস্তীতি বচনং সাহসমাত্রম্॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ {সংশয়} কিন্তু আত্মা অহংপ্রত্যয়বিষয়ক (আমি-রূপ বুদ্ধিবৃত্তির বিষয়) হওয়াতে উপনিষদ্‌সকলেই কেবল বিজ্ঞাত হন—ইহা বলা ঠিক হয় না। {উত্তর} না, [আত্মা] অহংবৃত্তিজ্ঞানের প্রকাশক হওয়াতে ইহা (এই অভিযোগ) নিরাকৃত হইয়া যায়। আর অহংপ্রত্যয়বিষয়ক কর্তা হইতে পৃথগ্‌রূপে ঐ কর্তার প্রকাশক, সর্বভূতে স্থিত, সম, অদ্বিতীয়, চিরন্তন নিত্য আত্মা কর্মকাণ্ডে বা তর্কশাস্ত্রে কাহারো দ্বারা জ্ঞাত হনই নাই। আর সকলের মূল সত্তা এইজন্য তিনি কাহারো দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হইতেও পারেন না, এবং বিধির অঙ্গ হওয়াও স্বীকৃত হইতে পারে না—অর্থাৎ সকলের মূল সত্তা বলিয়া তিনি ত্যাজ্যও হন না, আবার গ্রাহ্যও হন না। আর পুরুষ যাহাদের সীমা (অর্থাৎ পুরুষ বা আত্মা ভিন্ন অন্য) সমস্ত বিনশ্বর বিকারসমূহই বিনাশপ্রাপ্ত হয়। আর যেহেতু বিনাশের কারণ না থাকায় পুরুষ (আত্মা)

ভারতীয় দর্শনের বিরাট অঙ্গনে ‘প্রস্থানত্রয়’-এর গুরুত্ব অপরিসীম। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনে গভীর শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সঙ্গে ‘প্রস্থানত্রয়’ বিষয়ক চর্চার ধারা অব্যাহত আছে। সাধারণ পাঠকদের কাছে ‘প্রস্থানত্রয়’ বোধগম্য করার উদ্দেশ্যে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন থেকে প্রকাশিত প্রামাণ্য ভাষ্যগুলির ওপর টীকার ইংরেজি অনুবাদ যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করে। সেক্ষেত্রে মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম থেকে প্রকাশিত স্বামী স্বরূপানন্দ মহারাজ-কৃত ভগবদ্গীতা, স্বামী বীরেশ্বরানন্দ মহারাজ-কৃত ব্রহ্মসূত্র এবং মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মঠ থেকে প্রকাশিত স্বামী শর্বানন্দ মহারাজ-কৃত মুখ্য অষ্ট উপনিষদ্ অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করেছে। পরবর্তী কালেও বাংলা ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বহু বিদগ্ধ সন্ন্যাসীর প্রচেষ্টায় ‘প্রস্থানত্রয়’ অনূদিত হয়েছে। সেই ঐতিহ্যের সূত্র ধরে বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠে অবস্থিত ব্রহ্মচারী প্রশিক্ষণকেন্দ্রের আচার্য স্বামী জুষ্টানন্দ-কৃত শাঙ্করভাষ্য অবলম্বনে ব্রহ্মসূত্রের অনুবাদ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের ক্ষেত্রে আমরা যত্নবান হয়েছি। আশা করি ‘উদ্বোধন’ পত্রিকার পাঠকবর্গকে তা আনন্দ দান করবে।—**সম্পাদক**

অবিনাশী, বিকৃতির কারণ না থাকায় চিরন্তন নিত্য সেইহেতুই নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বরূপ। সুতরাং "পুরুষ (আত্মা) হইতে শ্রেষ্ঠ কোন বস্তু নাই, সেই অদ্বয়ানুভূতিই শেষ সীমা, সেই স্বরূপানুভূতিই চরম লক্ষ্য", "কেবল উপনিষদ্ হইতে জ্ঞেয় সেই আত্মার কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করিতেছি"—এইরূপ পুরুষের উপনিষদ্গম্য হওয়ারূপ বিশেষণ উপনিষদ্সকলে পুরুষ প্রধানভাবে প্রকাশিত হইলে যুক্তিসঙ্গত হয়, অতএব "সিদ্ধবস্তুমূলক বেদভাগ নাই"—এইরূপ বলা হঠকারিতামাত্র।

তাৎপর্য ঃ আত্মার নিমিত্তই অহংবৃত্তি অবভাসিত হয়, কিন্তু অহংবৃত্তি আত্মার প্রকাশক হইতে পারে না। কেননা যাহার যাহা মূল সত্তা তাহাকে সে প্রকাশ করিতে পারে না। এই অহংবৃত্তিবিশিষ্ট আত্মাভাসই জীব। আর যদিও আত্মচৈতন্যের নিমিত্ত বুদ্ধিবৃত্তি সক্রিয় হয় কিন্তু আত্মা অহংবৃত্তির কর্তা না হওয়ায় অহংবৃত্তির অতীতরূপে স্থিত। সুতরাং যে-আত্মা অহংবৃত্তির অতীত তাঁহাকে শ্রুতি ভিন্ন জানা যায় না। আবার সকলের মূলস্বরূপ বলিয়া তাঁহাকে ত্যাগও করা যায় না আবার গ্রহণও করা যায় না। এবং তাঁহার বিনাশের বা বিকারের কোন কারণ নাই বলিয়া তিনি অপরিণামী নিত্য। আর 'ঔপনিষদং পুরুষম্' বলিয়া যে-বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে তাহাও আত্মা যদি প্রধানভাবে বেদের উপনিষদ্সমূহের বেদান্তবাক্যে প্রকটিত হন তবেই সার্থকসংজ্ঞক হয়। সুতরাং ক্রিয়ার্থক ভিন্ন বেদভাগ নাই বলা মোটেই সঙ্গত হয় না।

ভাষ্যম্ ঃ যদপি শাস্ত্রতাৎপর্যবিদামনুক্রমণম্—"দৃষ্টো হি তস্যার্থঃ কর্মাববোধনম্" ইত্যেবমাদি, তৎ ধর্মজিজ্ঞাসাবিষয়ত্বাদ্বিধিপ্রতিষেধশাস্ত্রাভিপ্রায়ং দ্রষ্টব্যম্। অপি চ "আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদানর্থক্যমতদর্থানাম্" ইত্যেতদেকান্তেনাভ্যুপগচ্ছতাং ভূতোপদেশানামানর্থক্যপ্রসঙ্গঃ। প্রবৃত্তিনিবৃত্তিবিধিতচ্ছেষব্যতিরেকেণ ভূতং চেদ্বস্তূপদিশতি ভব্যার্থত্বেন, কূটস্থনিত্যং ভূতং নোপদিশতীতি কো হেতুঃ। ন হি ভূতমুপদিশ্যমানং ক্রিয়া ভবতি। অক্রিয়াত্বেঽপি ভূতস্য ক্রিয়াসাধনত্বাৎক্রিয়ার্থ এব ভূতোপদেশ ইতি চেৎ নৈষ দোষঃ। ক্রিয়ার্থত্বেঽপি ক্রিয়ানির্বর্তনশক্তিমদ্বস্তূপদিষ্টমেব। ক্রিয়ার্থত্বং তু প্রয়োজনং তস্য; ন চৈতাবতা বস্ত্বনুপদিষ্টং ভবতি॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ {উত্তর} আর [শবরস্বামী প্রভৃতি] শাস্ত্রতাৎপর্যবিদ্গণের "কর্মকে বুঝানোই বেদের প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য" ইত্যাদি প্রকার অনুক্রমণ (পুনরাবৃত্তি) ধর্মজিজ্ঞাসার বিষয় বলিয়া বিধিপ্রতিষেধ শাস্ত্রেই (কর্মকাণ্ডেই) তাহাদের লক্ষ্য বলিয়া বুঝিতে হইবে। আর "বেদবাক্য ক্রিয়ার্থক বলিয়া তদ্ভিন্নার্থক অংশের নিরর্থকতা হয়"—এই কথা একান্তভাবে স্বীকারকারিগণের [অর্থাৎ মীমাংসকগণের নিকট] সিদ্ধবস্তু উল্লেখের নিরর্থকতা প্রাপ্তি হয়। কিন্তু প্রবৃত্তিনিবৃত্তিবোধক বিধি এবং তাহাদের অঙ্গ ছাড়া [দধ্যাদি] সিদ্ধ (নিষ্পন্ন) বস্তুকে ফলবিষয়করূপে [শ্রুতি] যদি উল্লেখ করেন, তবে চিরন্তন নিত্য সিদ্ধবস্তুকে (অর্থাৎ ব্রহ্মকে) উল্লেখ করেন না —এইরূপ বলিবার কারণ কী? আর উল্লিখিত হইলেই সিদ্ধবস্তু নিশ্চয় ক্রিয়া হইয়া যায় না। {সংশয়} ক্রিয়া না হইলেও [দধ্যাদি] সিদ্ধবস্তু [যজ্ঞাদি] ক্রিয়ার সাধন বলিয়া ক্রিয়ার জন্যই সিদ্ধবস্তুর উল্লেখ—এইরূপ বলিলে এই দোষ হয় না। কারণ, ক্রিয়ার নিষ্পাদক হওয়াতেই ক্রিয়াসিদ্ধির শক্তিবিশিষ্ট ঐ বস্তুসকলই উল্লিখিত হইয়াছে এবং ক্রিয়ার নিষ্পত্তি হওয়াই সেই বস্তুর উদ্দেশ্য। {সিদ্ধান্তী} এতদ্দ্বারা কিন্তু বেদে বস্তু উল্লিখিত হয় নাই—ইহা নহে॥

তাৎপর্য ঃ মীমাংসকগণের মতে কর্মের স্বরূপ প্রতিপাদনই বেদের উদ্দেশ্য বলিয়া বেদের যে-অংশের দ্বারা ক্রিয়া প্রতিপাদিত হয় নাই কিংবা কোনভাবে ক্রিয়ার সহিত সম্পর্কিত হয় নাই তাহা নিরর্থক। আর নিষ্পাদ্য বস্তুর সঙ্গেই ক্রিয়াসম্পর্ক হয় কিন্তু সিদ্ধ অর্থাৎ নিষ্পাদিত বস্তুর সহিত ক্রিয়াসম্পর্ক হয় না। সুতরাং বেদে কেবল জ্ঞাপিত করিবার জন্য ভূত বা সিদ্ধ বস্তুর উল্লেখ নাই অর্থাৎ সিদ্ধ নিত্যনিষ্পন্ন ব্রহ্মবস্তু বেদে অর্থাৎ বেদান্তবাক্যে বোধিত হন না। কিন্তু সিদ্ধ বস্তু দধি, ধৃত, পুরোডাস ইত্যাদির উল্লেখ তো বেদের কর্মকাণ্ডে দেখিতে পাওয়া যায়—এইরূপ সিদ্ধান্তীর আপত্তির উত্তরে তাঁহারা বলেন যে, ঐ সিদ্ধবস্তুসকল কর্মাঙ্গরূপেই উপদিষ্ট হইয়াছে। ইহাতে সিদ্ধান্তীর বক্তব্য এই যে, যেভাবেই হউক না কেন যখন মীমাংসক মতেই স্বীকৃত হইতেছে যে, বেদে সিদ্ধবস্তু উল্লিখিত হইয়াছে তখন বেদে সিদ্ধবস্তু ব্রহ্ম উপদিষ্ট হনই নাই—ইহা কীভাবে বলা যাইতে পারে? [ক্রমশ]

সমাধান ঃ শব্দচেতনা ৭৯

পাশাপাশি ঃ (১) বৃন্দাবন, (৪) জননী, (৭) রামপ্রিয়া, (৮) কুসুম, (৯) সুবোধ, (১০) বিষ্ণুপুর, (১১) ময়লা, (১২) গোলাপ-মা।

ওপর-নিচ ঃ (২) বলরাম, (৩) বিজয়া, (৫) নীলমাধব, (৬) পুকুরেগ্রাম, (৯) সুরবালা, (১০) বিলাস।

সঠিক উত্তর দিয়েছেন ঃ

মণীন্দ্রকুমার সরকার, অধীশকুমার সোম, সরোজকুমার দাস, পার্বতী দাস, হৃষীকেশ চক্রবর্তী, মাধুরী ঘোষ, শশাঙ্কশেখর মণ্ডল, নীরেন্দ্রলাল চৌধুরী, তপনকুমার সেন, ভূপেন্দ্রকুমার দেবনাথ, শুভ্রা বন্দ্যোপাধ্যায়।